৩০-০৪-১৯ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমতে চলে যারা খুব ভালো সার্ভিস করে, তারাই রাজত্বের প্রাইজ প্রাপ্ত করে, বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার সাহায্যকারী হয়েছো, তাই তোমরা অনেক বড় প্রাইজ পাও"

প্রশ্ন :- বাবার জ্ঞান নৃত্য কোন্ বাচ্চাদের কাছে খুবই ভালো হয় ?

উত্তর :- যাদের জ্ঞানের শখ আছে, যাদের যোগের নেশা আছে, তাদের সামনে জ্ঞানের নৃত্য খুব সুন্দর হয় । স্টুডেন্টরা নম্বরের ক্রমানুসারে হয় কিন্তু এ হলো এক আশ্চর্য স্কুল, কারো কারো মধ্যে সামান্যতমও জ্ঞান নেই, কেবল ভাবনা আছে, সেই ভাবনার আধারে অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে যায় ।

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা বোঝান যে, একে বলা হয় রুহানী জ্ঞান বা স্পিরিচুয়াল নলেজ । এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান একমাত্র বাবার মধ্যেই থাকে, আর কোনো মনুষ্যমাত্রের মধ্যেই আধ্যাত্মিক (রুহানী) জ্ঞান থাকে না । এই রুহানী জ্ঞান দানও করেন একজন, যাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই তাদের নিজের নিজের বিশেষত্ব থাকে, তাই না । ব্যরিস্টার, ব্যরিস্টারই হয়, আবার ডাক্তার, ডাক্তারই । প্রত্যেকেরই কর্তব্য বা পার্ট আলাদা - আলাদা । প্রত্যেক আত্মাই তার নিজের - নিজের পার্ট পেয়েছে আর এই পার্ট হলো অবিনাশী । আত্মা কতো ছোটো । এ তো আশ্চর্যের, তাই না । এমন গীতও আছে, ভ্রুকুটির মাঝে ঝলমলে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র -- এমনও গীতও আছে যে, নিরাকার আত্মার এই শরীর হলো আসন । এ হলো এক ছোটো বিন্দু । আর সমস্ত আত্মাই হলো অভিনেতা । এক জন্মের চেহারা অন্য জন্মের সঙ্গে মেলে না, এক জন্মের পার্টও অন্য জন্মের সঙ্গে মেলে না । কেউই জানে না যে আমরা অতীতে কি ছিলাম আবার ভবিষ্যতে কি হবো । এইসব কথা বাবা এই সঙ্গম যুগে বসেই বোঝান । ভোরে বাচ্চারা, তোমরা যখন স্মরণের যাত্রায় বসো, তখন তোমাদের নিভে যাওয়া আত্মা প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে কেননা আত্মায় অনেক জং লেগে আছে । বাবা স্যাকরার কাজও করেন । পতিত আত্মা, যাদের মধ্যে খাদ জমা হয়ে আছে, তাদের তিনি পিওর বা স্বচ্ছ করেন । খাদ তো পড়েই, তাই না । রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি নামও এমনই । স্বর্ণ যুগ, রৌপ্য যুগ -- সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো -- এইসব কথা আর কোনো মানুষ বা গুরু বোঝাবেন না । এক সদ্গুরুই এ বোঝাবেন । তারা তো সদ্গুরুর অকাল আসনের কথাই বলে । ওই সদ্গুরুরও তো আসন চাই, তাই না । যেমন আত্মারা, তোমাদেরও তো নিজের নিজের আসন আছে, তাঁকেও তেমনই আসন নিতে হয় । তিনি বলেন, আমি কোন্ আসন নিই - সে কথা এই দুনিয়ার কেউই জানে না । ওরা তো এও না, ওটাও না, এমনই বলে এসেছে । আমরা জানতাম না । বাচ্চারা, তোমরাও বুঝতে পারো, প্রথমে আমরা কিছুই জানতাম না । যে কিছুই বোঝে না, তাকে অবুঝ বলা হয় । ভারতবাসী মনে করে, আমরা খুবই বুঝদার ছিলাম । এই বিশ্বের রাজ্য - ভাগ্য আমাদেরই ছিলো । এখন অবুঝ হয়ে গেছি । বাবা বলেন যে, তোমরা শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছুই পড়ো না কেন, সে সব এখন ভুলে যাও । যদিও গৃহস্থ জীবনে থাকো তবুও কেবলমাত্র এক বাবাকে স্মরণ করো । সন্ন্যাসীদের অনুসরণকারীরা তাদের নিজের - নিজের ঘরেই থাকে । কেউ কেউ প্রকৃত অনুসরণকারী হলে তারা তাদের সঙ্গে থাকে । বাকি কেউ কোথায়, কেউ বা অন্য কোথাও থাকে । তো এইসব কথা বাবা বসে বোঝান । একে বলা হয় জ্ঞান নৃত্য । যোগ তো হলো সাইলেন্স । জ্ঞানের হয় নৃত্য । যোগে তো সম্পূর্ন শান্ত থাকতে হয় । ডেড সাইলেন্স বলা হয় তো । তিন মিনিট ডেড

সাইলেন্স কিন্তু এর অর্থও কেউ জানে না । সন্ন্যাসী শান্তিলাভের জন্য জঙ্গলে যায় কিন্তু ওখানে শান্তি পাওয়াও যায় না । এমন এক গল্পও আছে --- রাণীর হার গলায় ছিলো আর তা সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এই উদাহরণও শান্তির জন্য । বাবা এই সময় যে বিষয় বোঝান, সেই দৃষ্টান্তই ভক্তিমার্গে চলতে থাকে । বাবা এই সময় পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া বানান । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানান । এ তো তোমরাই বুঝতে পারো । বাকি এই দুনিয়াই হলো তমোপ্রধান, পতিত কেননা সবারই জন্ম হয় বিকার থেকে । দেবতাদের জন্ম তো বিকার থেকে হয় না । তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । নির্বিকারী শব্দটি বলা হয় কিন্তু এর অর্থ কেউই জানে না । তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছো । বাবার জন্য কখনোই এমন কথা বলা হয় না । বাবা কখনোই পূজারী হন না । মানুষ তো কোণে - কোণে পরমাত্মা আছেন -- এমনও বলে দেয় । বাবা তখন বলেন, যখনই ভারতে ধর্মের এমন গ্লানি হয় -----। ওরা তো এমন শ্লোক এমনিই পড়ে নেয়, এর অর্থ কিছুই জানে না । ওরা বলে যে, শরীর তো পতিত হয়, কিন্তু আত্মা হয় না ।

বাবা বলেন, প্রথমে আত্মা পতিত হয়, তখন শরীরও পতিত হয় । সোনায়ও যখন খাদ দেওয়া হয় তখন গয়নাও তেমনই তৈরী হয় কিন্তু এ সবই হলো ভক্তিমার্গের । বাবা বোঝান যে, প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মা বিরাজিত, জীবাত্মা - এমন কথাও বলা হয় । জীব পরমাত্মা, এমন কথা বলা হয় না । মহান আত্মা বলা হয় কিন্তু মহান পরমাত্মা বলা হয় না । আত্মাই ভিন্ন - ভিন্ন শরীরে অভিনয় করে । তাহলে যোগ হলো সম্পূর্ন সাইলেন্স । এ হলো জ্ঞান নৃত্য । বাবার জ্ঞান নৃত্যও তাদের সামনেই হবে, যাদের এই বিষয়ে শখ থাকবে । বাবা জানেন যে, কার মধ্যে কতটা জ্ঞান আছে, যোগের নেশা কার মধ্যে কতটা আছে । টিচার তো জানাবেনই তাই না । বাবাও জানেন, কোন্ - কোন্ বাচ্চা খুব ভালো গুণবান । ভালো - ভালো বাচ্চাদেরই যেখানে সেখানে ডাকা হয় । বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার আছে । প্রজাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তৈরী হয় । এতো হল স্কুল অথবা পাঠশালা । পাঠশালাতে সবসময় নম্বরের ক্রমানুসারেই বসে । তোমরা বুঝতে পারো যে, অমুকে খুবই বুদ্ধিমান আর অনেকে মাঝারি ধরনের । এ তো হলো বেহদের ক্লাস, এখানে কাউকে নম্বর অনুসারে বসানো যায় না । বাবা জানেন যে, আমার সামনে এ যে বসে আছে, এর মধ্যে কিছুই জ্ঞান নেই । কেবল ভাবনা আছে । বাকি তো না আছে জ্ঞান আর না স্মরণ । এতটা নিশ্চয়তা থাকা উচিত -- ইনি বাবা, এঁনার থেকে আমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে । এই অবিনাশী উত্তরাধিকার তো সবাইকেই পেতে হবে কিন্তু রাজত্ব পেতে হলে তো নম্বরের ক্রমানুসারে পদ । যে খুব ভালো সার্ভিস করে সে খুব ভালো প্রাইজ পায় । এখানেও তাদেরকে প্রাইজ দেওয়া হয়, যারা কোনো মূল্যবান তত্ব উপস্থাপন করে বা বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু আবিষ্কার করে। এখন তোমরা জানো যে, এই বিশ্বে প্রকৃত শান্তি কিভাবে আসবে ? বাবা বলেছেন, ওদের জিজ্ঞেস করো তো, কবে বিশ্বের প্রকৃত শান্তি ছিলো ? কখনো শুনেছো বা দেখেছো কি ? তোমরা কোন্ প্রকারের শান্তি চাও ? তা কবে ছিলো ?
তোমরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই পারো কারণ তোমরা জানো যে, যারা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে অথচ উত্তর নিজেরাই জানে না তাদের কি বলা হবে ? তোমরা খবরের কাগজের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করো যে, তোমরা কোন্ প্রকারের শান্তি চাও ? শান্তিধাম তো আছেই, যেখানে আমরা সব আত্মারা থাকি । বাবা বলেন যে, তোমরা এক তো শান্তিধামকে স্মরণ করো আর দ্বিতীয় সুখধামকে স্মরণ করো । সৃষ্টিচক্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ কতো গল্পকথা বলে দিয়েছে ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা ডবল মুকুটধারী হই । আমরা পূর্বে দেবতা ছিলাম, এখন আবার মানুষ হয়েছি । দেবতাদের দেবতাই বলা হয়, মানুষ নয়, কেননা তাঁরা তো দৈবী গুণ সম্পন্ন । যার মধ্যে অপগুণ আছে সে বলে, আমি নির্গুণ, হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো গুণ নেই । মানুষ শাস্ত্রে :যে কথা শুনেছে তাই এতকাল গেয়ে এসেছে - অচ্যুতম্ কেশবম্... । যেমনভাবে তোতাকে শেখানো হয় । ওরা বলে, বাবা এসে আমাদের সবাইকে পবিত্র বানাও । ব্রহ্মলোককে বাস্তবে দুনিয়া বলা হবে না । ওখানে তোমরা আত্মারা থাকো । বাস্তবে ভূমিকা পালন করার জন্য হলো এই দুনিয়া । সেটা হলো শান্তিধাম । বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা আমি বসে তোমাদের নিজের পরিচয় দিই । আমি তাঁর মধ্যেই আসি যে নিজের জন্মকে জানে না । ইনিও এখনই শোনেন । আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি । পুরানো পতিত দুনিয়া হলো রাবণের দুনিয়া । যিনি এক নম্বর পবিত্র ছিলেন, তিনিই আবার এক নম্বর পতিত হয়েছেন । আমি তাঁকে নিজের রথ বানাই । প্রথমে যিনি ছিলেন তিনিই শেষে এসেছেন । তাঁকেই আবার প্রথমে যেতে হবে । ছবিতেও বোঝানো হয়েছে --ব্রহ্মার দ্বারা আমি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপন করি । এমন তো বলেন না যে, আমি দেবী - দেবতা ধর্মে আসি । তিনি যেই শরীরে এসে অবস্থান করেন, তিনিই গিয়ে নারায়ণ হন । বিষ্ণু অন্য কেউ নয় । লক্ষ্মী - নারায়ণ বা রাধা - কৃষ্ণের যুগল বলো । বিষ্ণু কে - এ কথাও কেউ জানে না । বাবা বলেন, আমি তোমাদের বেদ শাস্ত্র, সব চিত্র ইত্যাদির রহস্য বুঝিয়ে বলি । আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, তিনিই আবার এমন হন । এ তো প্রবৃত্তি মার্গ, তাই না । এই ব্রহ্মা, সরস্বতীই আবার লক্ষ্মী - নারায়ণ হন । আমি এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণদের জ্ঞান দান করি । তাই এই ব্রহ্মাও শোনেন ।

ইনি প্রথম নম্বর যিনি এই জ্ঞান শোনেন । ইনি হলেন বড় নদী ব্রহ্মপুত্র । মেলাও সাগর আর ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরেই হয় । যেখানে সাগর আর নদীর সঙ্গম সেখানে বড় মেলা বসে । আমি এঁর মধ্যে প্রবেশ করি । ইনিই নারায়ণ তৈরী হন । এনার ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু হতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে । এঁর সাক্ষাত্কার হয়ে যায় আর চট্ করে দৃঢ় এসে যায় যে - আমিই এমন তৈরী হবো । আমিই বিশ্বের মালিক হবো । তাহলে এই গদি কি হবে ? তিনি সব ছেড়ে দিলেন । তোমরাও প্রথম জানতে পেরেছো যে, বাবা এসেছেন, এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, তাই চট্ করে দৌড়ে যাবো । বাবা তোমাদের ভাগিয়ে আনেন নি । হ্যাঁ, ভাট্টি তৈরী হতো । বলা হয় কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলো । আচ্ছা, কৃষ্ণ যদি ভাগিয়ে আনে তাহলে পাটরানী তো বানিয়েছিলো । তাহলে এই জ্ঞানে তোমরা এই বিশ্বের মহারাজা - মহারানী হও । এ তো ভালোই । এতে গালি খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই । আবার এও বলে, কলঙ্ক যখন লাগে তখনই কলঙ্কীধর তৈরী হয় । কলঙ্ক তো লাগে শিববাবার উপর । মানুষ তাঁর কতো গ্লানি করে । মানুষ বলে আমি আত্মাই পরমাত্মা আবার বলে পরমাত্মাই আত্মা । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন - এমন হয় না । আমরা আত্মা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি । ব্রাহ্মণ হলো সবথেকে উঁচু কুল । একে সাম্রাজ্য বলা হবে না । সাম্রাজ্য অর্থাত্ যেখানে রাজত্ব থাকে । এ হলো তোমাদের কুল । এ হলো খুবই সহজ, আমরা ব্রাহ্মণ থেকেই দেবতা হই তাই অবশ্যই দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি কি দেবতাদের ভোগে দেওয়া হয় ? শ্রীনাথ দ্বারে অনেক ঘিয়ের প্রসাদ প্রস্তুত হয় । এতো ভোগ দেওয়া হয় যে তার দোকানও তৈরী হয় । যাত্রীরা গিয়ে তা গ্রহণও করে । মানুষের অনেক ভক্তির ভাবনা থাকে । সত্যযুগে তো এমন কথা হয়ই না । এমন ভক্তিও সেখানে হবে না যে কোনো জিনিস খারাপ হবে । এখানের মতো অসুস্থতা সেখানে থাকবে না । বড় মানুষদের কাছে অজুহাত অনেকই থাকে । ওখানে তো এমন কোনো কথাই থাকে না । রোগ ইত্যাদিও হয় না । এই সব রোগ দ্বাপর যুগ থেকে শুরু হয় । বাবা এসে তোমাদের চির সুস্থ বানান । তোমরা বাবার স্মরণের পুরুষার্থ করো, যাতে তোমরা চিরসুস্থ হয়ে যাও । তোমাদের আয়ুও অনেক বেশী হয় । এ তো কালকের কথা

। তখন তো তোমাদের ১৫০ বছর আয়ু ছিলো, তাই না । এখন তো গড় আয়ু ৪০ – ৫০ বছরের, কেননা ওরা ছিলো যোগী আর এরা ভোগী ।

তোমরা হলে রাজযোগী এবং রাজঋষি, তাই তোমরা পবিত্র । এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । মাস বা বছর নয় । বাবা বলেন যে, আমি কল্প – কল্প পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আসি । বাবা আমাদের রোজ – রোজই বোঝাতে থাকেন । তবুও একটা কথা রোজই বলেন, কখনো ভুলে যেও না – পবিত্র হতে হলে আমাকে স্মরণ করো । নিজেকে আত্মা মনে করো । দেহের সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করো । এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । আমি এসেছি তোমাদের আত্মাকে স্বচ্ছ করতে, যাতে তোমরা শরীরও পবিত্র পাবে । এখানে তো বিকারের দ্বারা জন্ম হয় । আত্মা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয় তখন তোমরা এই পুরানো শরীর রূপী জুতোকে ত্যাগ করো । এরপর আর পাবে না । তোমাদের মহিমা হয় – বন্দে মাতরম্ । তোমরা এই ধরিত্রীকেও পবিত্র করো । তোমরা মায়েরা স্বর্গের দ্বার খোলো কিন্তু এ কথা কেউই জানে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্নেহ, সুমন, স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) আত্মারূপী জ্যোতিকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য ভোরবেলা স্মরণের যাত্রায় বসতে হবে । এই স্মরণেই জং দূর হবে । আত্মাতে যে খাদ জমা হয়েছে, সেই খাদ স্মরণের দ্বারা দূর করে প্রকৃত সোনা হতে হবে ।

২) বাবার থেকে উচ্চ পদের প্রাইজ নেওয়ার জন্য ভাবনার সঙ্গে জ্ঞানবান এবং গুণবান হতে হবে । সেবা করে দেখাতে হবে ।

বরদান :-- এক বল, এক ভরসার আধারে মায়াকে সমর্পণ করিয়ে শক্তিশালী আত্মা ভব

এক বল, এক ভরসা অর্থাত্ সদা শক্তিশালী । যেখানে এক বল, এক ভরসা আছে সেখানে কেউ দোলা লাগাতে পারে না । তার সামনে মায়া মূর্ছিত হয়ে যায়, সমর্পণ হয়ে যায় । মায়া যদি সমর্পিত হয়ে যায় তাহলে সর্বদার জন্য বিজয়ী হয়ে গেলে । তাই এই নেশা যেন থাকে যে, বিজয় আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার । এই অধিকার কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে না । মনে এই স্মৃতি যেন ইমার্জ থাকে যে, আমরাই কল্প – কল্পের শক্তি এবং বিজয়ী পাণ্ডব হয়েছিলাম, এখনো আছি আর আবারও হবো ।

স্লোগান :-- নতুন দুনিয়ার স্মৃতিতে সর্বগুণের আহ্বান করো আর তীব্রগতিতে এগিয়ে যাও ।